ভোরের কাগজ

২৩/৭/২০০০

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এর ওপর সেমিনার

সরকারি সেল শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে অর্থায়ন ও আইন প্রণয়নের কাজ করবে

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেছেন, জাতীয় শিক্ষানীতি কোনো চিরকালীন, স্থির ও অবিচল নীতি নয়, সময় ও অবস্থা বিবেচনায় অন্যান্য নীতির মতো এ শিক্ষানীতিতেও প্রয়োজনীয় রদবদলের সুযোগ রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী গত বৃহস্পতিবার ঢাকায় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা পরিকল্পনাবিদদের অবহিতকরণের লক্ষ্যে আয়োজিত এক ডিসেমিনেশন সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করছিলেন।

শিক্ষা সচিব ড. সা'দত হুসাইনের সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান এম মোকাম্মেল হক, প্রকৌশল বিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আলী আসগর, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, শিক্ষাবিদ ড. নূরুল হক, জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর ডা. নূরুল ইসলাম, পাট সচিব ডা. তাহমিনা হোসেন, প্রফেসর শামসে আরা হোসেন প্রমুখ।

মন্ত্রী বলেন, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বৈষম্যমূলক। ফলে কোটিপতির সন্তান যে টাকা খরচ করে শিক্ষা গ্রহণ করে, একজন গরিবের সন্তানকেও সে টাকা খরচ করেই লেখাপড়া করতে হয়। তিনি অভিমত প্রকাশ করে বলেন, এ অবস্থার অবসান হওয়া উচিত এবং মেধাবী ও গরিব ছাত্রদের শিক্ষা ব্যয় কমানো ও সহজতর করা প্রয়োজন। পাশাপাশি অর্থশালী ব্যক্তিদের শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন। তিনি বলেন, শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য সরকার একটি সেল গঠন করেছে এবং এ সেল নীতির বাস্তবায়নে অর্থায়ন ও প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের জন্য কাজ করবে।

সভাপতির বক্তৃতায় শিক্ষা সচিব ড. সা'দত হুসাইন জানান, ড. কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের আলোকে প্রফেসর শামসুল হকের কমিটি যে সুপারিশমালা তৈরি করেছিলেন তার সঙ্গে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এর মৌলিক বিষয়গুলো একই রয়েছে, শুধু ভাষা ও উপস্থাপনায় কিছু ভিন্নতা থাকতে পারে। তিনি আরো ব্যাখ্যা করে বলেন, কোনো কমিটির সুপারিশমালার ভাষা এবং সরকারের প্রজ্ঞাপনের ভাষায় যে পার্থক্য থাকে এখানে ততোটুকুই পার্থক্য রয়েছে। তথ্য বিবরণী।